স্বপ্নের সীমানা ছাড়িয়ে

ফরিদ আহমেদ

স্বপ্নটা ছিল অনেক দিন ধরেই, বুকের খুব গহীনে অত্যন্ত সযত্নে লুকানো অবস্থায়। একদিন না একদিন প্রথম বাংলাদেশী হিসাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবেন ডঃ মুহম্মদ ইউনুস। তবে, সত্যি কথা বলতে কি সেই স্বপ্ন ছিল অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে। গত বছর যখন তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য অর্থনীতিতে মনোনয়ন পেলেন, অনেকের মতো আমিও আশায় বুক বেধেছিলাম। নিশ্চয়ই কিছু একটা হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যকে নিত্য সঙ্গী করা আমাদের কপালে জোটেনি সে পুরস্কারটা । ভাঙ্গা মন নিয়ে আবারো আশার তরী ভাসিয়েছিলাম স্বপ্নের সাগরে এই ভেবে যে, এ বছর না হোক আগামি কোন এক বছরে নিশ্চয়ই হবে। অর্থনীতির মৌলিক সুত্রকে একেবারে পালটে ফেলে দেওয়া, অসম্ভব ধারণাকে সম্ভবে পরিনত করা একজন মানুষ অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাবেন না, তা কি করে হয়। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি সেই নোবেলই ধরা দেবে ডঃ মুহম্মদ ইউনুসের হাতে, তবে অর্থনীতির মাধ্যমে নয়, শান্তির মাধ্যমে। ঘুম থেকে উঠে ইন্টারনেট খুলতে অপ্রত্যাশিত সুখবরটা জেনে গেলাম আজ সকালে। এবছরের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে দারিদ্রকে জয় করার যাদুকাঠি হাতে নিয়ে ঘোরা হতদরিদ্র এক দেশের সোনার সন্তান ডঃ মুহম্মদ ইউনুস আর তারই সৃষ্ট গ্রামীন ব্যাংক।

খবরটা জানার পর থেকেই বুকের মধ্যে থই থই করে খেলা করছে বঙ্গোপসাগরের উথাল পাথাল ঢেউয়ের মতো আনন্দের জোয়ার। সুতীব্র আবেগের ভয়াবহ আক্রমনে আনন্দ অশ্রু টুকুকে সামলাতে পারিনি কোনমতেই। আমার মতো একই অবস্থা যে সারা বাংলাদেশের মানুষের হচ্ছে তা ঠিকই অনুমান করতে পারছি এই সুদূর পরবাস থেকে। সামাজিক যোগাযোগে মারাত্মক অপটু এই আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি আবেগের আতিশয্যে ফোন করে পরিচিত একে ওকে জানানোর চেষ্টা করছি সুখবরটা। মানুষ বোধহয় এরকমই হয়। আনন্দের খবরটুকু ভাগাভাগি করে নিতে উৎসাহের কোন ঘাটতি নেই তার মধ্যে। বন্যা, খরা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, দুর্যোগ, দারিদ্র আর রাজনৈতিক অস্থিরতার এই দেশে আনন্দ আর গর্বের উপলক্ষ্য মানুষের খুব কমই আসে। হঠাৎ আলোর ঝলসানির মতো এটাও সেরকমই।

নোবেল কমিটি ডঃ মুহম্মদ ইউনুস এবং গ্রামীন ব্যাংককে এই পুরস্কারে ভূষিত করতে যেয়ে তাদের প্রেস রিলিজে বলেছে,

> "Lasting peace can not be achieved unless large population groups find ways in which to break out of poverty. Micro-credit is one such means. Development from below also serves to advance democracy and human rights. Muhammad Yunus has shown himself to be a leader who has managed to translate visions into practical action for the benefit of millions of people, not only in Bangladesh, but also in many other countries.

Every single individual on earth has both the potential and the right to live a decent life. Across cultures and civilizations, Yunus and Grameen Bank have shown that even the poorest of the poor can work to bring about their own development."

পুরস্কার পাওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ডঃ মুহম্মদ ইউনুস এসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, ‘আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সারা জাতির জন্য এটা একটা দারুন খবর। এই পুরস্কার গরীব লোকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাকে আরো আত্মোৎস্বর্গকৃত করতে সাহায্য করবে। আমার আগামী দিনগুলোর জন্য এটা অনুপ্রেরনার বিরাট উৎস হিসাবে কাজ করবে।’

পুরস্কার হিসাবে ১.৪ মিলিওন ডলার যৌথভাবে পাবেন ডঃ ইউনুস এবং গ্রামীন ব্যাংক। ইতোমধ্যেই ডঃ ইউনুস এই টাকা দিয়ে একটি অলাভজনক সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার কথা ঘোষনা করেছেন। একই সাথে একটি চক্ষু হাসপাতালও গড়ে তুলতে চেয়েছেন যেখানে ভিখিরিরাও দশ বিশ টাকার বিনিময়ে চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

১৯৭৪ সালে জোবরা গ্রামে নিজের পকেট থেকে মাত্র ৮৫৬ টাকা গ্রামের কিছু মহিলাকে জামনতবিহীন ধার দেওয়ার মাধ্যমে যে স্বপ্নের শুরু তারই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গড়ে উঠেছিল ১৯৮৩ সালে গ্রামীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দুই হাজারেরও বেশি গ্রামীন ব্যাংকের শাখা বাংলাদেশের সত্তর হাজারেরও বেশি গ্রামকে এর কর্মকান্ডের আওতায় নিয়ে এসেছে। এর সদস্য সংখ্যা পয়ষট্টি লাখের মতো যাদের মধ্যে ৯৭ শতাংশই নারী। বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব গবেষনায় দেখা গেছে যে গ্রামীন ব্যাংকের লোন গ্রহনকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অর্ধেক সংখ্যকই পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের অবস্থান দারিদ্র সীমার উপরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীন ব্যাংকের এই মডেল বর্তমানে আমেরিকা, ক্যানাডা, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, নরওয়েসহ ৫৮টি দেশে পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশকে দারিদ্রের সাথে সাথে চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসাবেও জানে বাইরের পৃথিবীর বহু লোক। কিন্তু এর উলটো দিকটা কিন্তু তাদের অনেকেরই জানা নেই। বছরের পর বছর দূর্নীতির শীর্ষস্থানে থাকার জন্য দায়ী কিন্তু সমাজের উচ্চ পর্যায়ের স্বল্প কিছু ব্যক্তিবর্গ, যারা তাদের সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে দেশটাকে পরিনত করেছে দুর্বৃত্তদের আখড়ায়। এর সংগে সাধারণ মানুষের কোন যোগসূত্র নেই। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনো অসম্ভব সৎ এবং কঠোর পরিশ্রমী। মুহম্মদ জাফর ইকবাল তার এক লেখায় একবার লিখেছিলেন যে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে মানুষের সততার পরীক্ষা হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু বাংলাদেশে যে হয়েছে সেটা আমরা জানি। আর সেই পরীক্ষায় বাংলাদেশের শতকরা আটানব্বই জন মানুষই সৎ বলে প্রমানিত হয়েছে। গ্রামীন ব্যাংক কোন জামানত ছাড়াই দরিদ্র মানুষকে যে ধার দেয় তা আটানব্বই শতাংশ মানুষই পই পই করে শোধ করে দিচ্ছে। এর থেকে সততা মাপার আর কোন শ্রেষ্ঠ উপায় কি আছে?

সুখবরটা এমনই এক সময়ে এলো যখন বাংলাদেশ দাড়িয়ে আছে চরম এক ক্রান্তিলগ্নে। অশুভ শক্তির উদ্বাহু আস্ফালনে শুভবুদ্ধি আর সুন্দরের একেবারে করুন দশা। অন্ধকারের দানবীয় হাত কঠিনভাবে টুটি চেপে ধরেছে সামান্য যেটুকু আলো অবশিষ্ট আছে তার গলা। বৈরি এই সময়ে ডঃ মুহম্মদ ইউনুস আর গ্রামীন ব্যাংকের সাফল্যের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হয়তো সামান্যতম হলেও অসুন্দর আর অন্ধকারকে হতদমিত করবে। মান্নান-জলিলের মাছের বাজারের দরকষাকষির স্থূল নাটক থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশের মানুষ কিছুটা হলেও মুখ ফেরাতে পারবে আলোর দিকে ।

বর্তমানে দিকভ্রান্ত বাংলাদেশের কথা চিন্তা করে আমরা অনেকেই নিদারুন হতাশায় ভুগি। মনে করি কিছুই বুঝি আর সম্ভব নয় এই দেশে। কিন্তু ডঃ ইউনুস এই হতাশাবাদীদের দলে পড়েন না। আশাবাদী এই মানুষ, মানুষের শক্তিতে অসম্ভব রকমের বিশ্বাস রাখেন। প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বছর তিনেক আগে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আশাবাদী মানুষ। হতাশার মধ্যে আমি কখনো হারিয়ে যেতে চাই না। আমার কাছে দেশের ইতিবাচক দিকগুলোই সবসময় বড় হয়ে আসে। এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গত ৩২ বছরে আমরা বহু কিছু অর্জন করেছি। আমরা খাদ্য সমস্যার সমাধান করেছি, মহিলাদের ক্ষমতায়নে এগিয়ে গেছি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত কমিয়ে এনেছি, সারা দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট উন্নতি হয়েছে। দেশের তরুনেরা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় আমরা এর চেয়ে আরো তিনগুন বেশি করতে পারতাম। এখনো আমরা পারি। আমরা ইচ্ছে করলে ২০১২ সালের মধ্যেই আমাদের মাথাপিছু আয় দ্বিগুন করতে পারি এবং দেশের বর্তমান গরীব মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে পারি। এ জন্য কি করতে হবে, সেটা সবার জানা। কোন বিদেশী পন্ডিত এসে আমাদের পরামর্শ দেওয়ার দরকার নেই। সেসব করণীয় সম্পর্কে দেশের মানুষেরও দ্বিমত নেই। তবুও আমরা তা করতে পারছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সমস্যাও আমরা উত্তরন করতে পারবো। কারণ মানুষ যা চায়, শেষ পর্যন্ত তাই হয়। আমি মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস করি।'

গর্ব আর অহংকার করার মতো বিষয় থেকে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত এই শ্রীহীন জাতিকে আনন্দ এবং গর্বের উপলক্ষ্য তৈরি করে দেওয়ার জন্য ডঃ ইউনুস এবং তার গ্রামীন ব্যাংকের জন্য রইল প্রাণঢালা অভিনন্দন। সেই সাথে আশাবাদ রইল যে তিনি তার আসল জায়গা অর্থাৎ অর্থনীতিতেও অচিরেই নোবেল পুরস্কার পেয়ে জাতিকে দ্বিগুন আনন্দিত করবেন।

ক্যালগারী, ক্যানাডা
farid300@gmail.com